নিকলো ম্যাকিয়াভেলি

(Niccolo Machiavelli)

ভূমিকা
(Introduction)

নবজাগরণের ঢেউয়ে সমগ্র ইউরোপ যখন উত্তাল, সেই সময় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন ইটালির প্রখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ **নিকলো ম্যাকিয়াভেলি** (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ)। অনেকে তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক বলে গণ্য করেন। তাঁকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিউটন' বলেও অভিহিত করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রচিন্তাকে তিনি স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট করে গড়ে তুলেছিলেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের মতো ম্যাকিয়াভেলি প্রচলিত অর্থে দার্শনিক ছিলেন না। প্লেটোর মতো কোনো সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ দর্শনতত্ত্ব গঠনে তাঁর আগ্রহ ছিল না। তবুও বলা যেতে পারে যে, আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে-ওঠার উপযুক্ত প্রেক্ষিতটি তিনিই নির্মাণ করে গেছেন। মানুষ, সমাজ ও জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শন। এই দার্শনিক সত্তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে। তাঁর যাবতীয় চিন্তার ভিত্তি ছিল অভিজ্ঞতা ও যুক্তি। তিনি রাজনীতির আলোচনা করেছেন অভিজ্ঞতামূলকভাবে, দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। রাষ্ট্রচিন্তার যে-প্রেক্ষিতটি তিনি রচনা করেন, তার ওপর ভিত্তি করে কালক্রমে ইউরোপে এক আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে ওঠে। সেদিক থেকে ম্যাকিয়াভেলিকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলে চিহ্নিত করা যায়।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক

নবজাগরণের প্রত্যক্ষ পরিণতি হল মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মানুষের চিন্তাধারাকে মুক্ত করার ব্যাকুলতা। মানুষকে নতুন করে আবিষ্কারই ছিল নবজাগরণের সর্বাপেক্ষা বড়ো অবদান। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে যদি নবজাগরণের মানবতন্ত্র বন্দনার প্রতিনিধি বলা যায়, তবে ম্যাকিয়াভেলিকে নবজাগরণের সুযোগ্য রাষ্ট্রচিন্তানায়ক বলে স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করা যেতে পারে। তবে ম্যাকিয়াভেলি যেমন নবজাগরণের পরিবেশে তাঁর চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি তাঁর চিন্তাধারাও ওই পরিবেশের সমৃদ্ধিসাধনে সাহায্য করেছিল। নবজাগরণের কেন্দ্রস্থল ফ্লোরেন্স (Florence) নগরীতে ১৪৯৬ সালে এক অভিজাত পরিবারে ম্যাকিয়াভেলির জন্ম হয়। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজেরই প্রতিনিধি। তাঁর জন্মলগ্নে ফ্লোরেন্স ছিল নবজাগরণের পূর্ণ দীপ্তিতে উজ্জ্বল। ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন রাজনৈতিক নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। তাঁর রচিত

নবজাগরণের রাষ্ট্রচিন্তানায়ক

রাজনৈতিক গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য হল *দ্য প্রিন্স (The Prince)* এবং *দ্য ডিসকোর্সেস অন লিভি (The Discourses on Livy)*। এই দুটি গ্রন্থ ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মুখ্য আধার।[১]

প্রেক্ষিত (Background)

ম্যাকিয়াভেলিকে তাঁর সমকালীন সমাজের যথার্থ সন্তান বলে অভিহিত করা হয়। কোনো চিন্তাবিদই তাঁর সমসাময়িক ঘটনাবলির প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অন্য যে-কোনো চিন্তাবিদ অপেক্ষা ম্যাকিয়াভেলি সমকালীন অবস্থার দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২] একথা বলাও বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না যে, তিনি যদি অন্য পরিস্থিতিতে বসবাস করতেন, তবে তাঁর চিন্তাধারা ভিন্ন প্রকৃতির হত। ম্যাকিয়াভেলির চিন্তাধারাকে যেসব ঘটনা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, সেগুলি হল—[১] সমকালীন ইটালির অবস্থা, [২] শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব এবং [৩] নবজাগরণের প্রভাব।

ইটালির অবস্থা (Condition of Italy)

ম্যাকিয়াভেলির সময়ে সমগ্র ইউরোপব্যাপী এক বিরাট পট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পালা চলছিল। জাতীয় ঐক্যের উন্মেষ ঐক্যবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছিল। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে ইটালির অবস্থা ছিল ভীষণ হতাশাজনক। সেই সময় ইটালিতে কোনো অখণ্ড কেন্দ্রীভূত শাসনের অস্তিত্ব ছিল না, দেশটি ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ওইসব নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলির মতো। ওই সময় রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ইটালি পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলি হল—নেপল্‌স্, মিলান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও পোপশাসিত রাজ্য। এদের শাসনব্যবস্থাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, যথা—পোপশাসিত পুরোহিততন্ত্র, প্রজাতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র। সামরিক শক্তিতে কেউই বলবান ছিল না। তবুও এক রাজ্য অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। এইভাবে চলত নিজেদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ। ম্যাকিয়াভেলির সমকালীন ইটালিতে অন্তর্কলহের ফলে জাতীয় ঐক্যের অভাবে রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

অন্তর্কলহ

সম্প্রসারণশীল নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থে ইটালির উদীয়মান বণিকশ্রেণির কাছে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা ছিল খুব বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করাই ছিল বিভিন্ন রাজ্যের লক্ষ্য। বাইরের শক্তিগুলি ওৎ পেতে ছিল। ফ্রান্স, স্পেন এবং জার্মানির মধ্যে ওই সময় প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। ইটালির গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে ওইসব বিদেশি শক্তি প্রায়শই ইটালির ক্ষুদ্র শাসকদের দ্বারা আমন্ত্রিত হত। ফলে স্বৈরাচারী নায়কের আবির্ভাব ও বিদেশি সৈন্যের ওপর নির্ভরশীলতা ইটালির রাজনৈতিক জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঈর্ষা ইটালিকে প্রায়শই ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানির আক্রমণের ক্ষেত্র করে তুলেছিল। সংস্কৃতির জগতে অভূতপূর্ব নবজাগরণের সূত্রপাত হওয়া সত্ত্বেও ইটালির রাজনৈতিক জগতে ছিল এক বিষাদময় শূন্যতা। এই পরিবেশের দ্বারাই ম্যাকিয়াভেলির মানসিকতা প্রভাবিত হয়। ইটালির এরূপ রাজনৈতিক অবক্ষয়ের জন্য ম্যাকিয়াভেলি পোপতন্ত্রকেই দায়ী করেন। কারণ, পোপতন্ত্রই ছিল ইটালির ঐক্যের পথে চরম অন্তরায়। পোপের স্বভাবই ছিল বিবদমান রাজ্যগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে বেড়ানো। ইটালির এই অবক্ষয় ও অনৈক্যের জন্য ম্যাকিয়াভেলি পোপের নিষ্ক্রিয় ও ক্ষতিকর ভূমিকাকেই দায়ী করেন।

বিদেশি শক্তির প্রভুত্ব

একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে ম্যাকিয়াভেলি ইটালির ঐক্য ও সংহতি সাধন করতে চেয়েছিলেন। ইটালির বিবদমান নগর-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ইটালি গড়ে তুলতে, ক্ষমতালোলুপ বিদেশি রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে

এবং বিদেশিদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে সক্ষম হলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে বলে তিনি মনে করতেন। ফ্লোরেন্স নগর-রাষ্ট্রের মেডিসি (Medici)-কে শাসকরূপে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করার জন্য তিনি *দ্য প্রিন্স* গ্রন্থটি লিখেছিলেন। ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মেডিসি যাতে জাতিগঠনের দায়িত্ব পালনে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারেন, সেজন্যই ম্যাকিয়াভেলি তাঁর ওই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন মেডিসিকে।

চরম রাজতন্ত্রের উদ্ভব (Emergence of Absolute Monarchy)

পশ্চিম ইউরোপের ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে চরম রাজতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে-পরিবর্তনের সূচনা করে, তাও ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে-অসংগতি দেখা দেয়, তার পরিণতিস্বরূপ মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণি সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণিতে পরিণত হয়। নবজাগরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফসল হল এই শ্রেণি। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও বণিকশ্রেণির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজার চরম ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে এই নতুন বণিকশ্রেণি রাজশক্তির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বণিকশ্রেণির সহায়তায় রাজশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজার সঙ্গে আঁতাত না করে বণিকশ্রেণির অন্য কোনো উপায় ছিল না। কারণ, রাজশক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া ব্যাবসাবাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে রাজনীতির এই মিলনে ইউরোপে এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য গড়ে-ওঠার প্রবণতা দেখা গেল। এই ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং জার্মানিতে আবির্ভূত হল শক্তিশালী রাজতন্ত্র। জাতীয় ঐক্যের উন্মেষ ঘটল এই রাজশক্তিকে কেন্দ্র করেই। বণিকশ্রেণির শর্তহীন আনুগত্যের ফলে ওইসব দেশের রাজন্যবর্গ বেপরোয়াভাবে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুললেন।

বুর্জোয়াশ্রেণি ও রাজশক্তির আঁতাত

চরম রাজতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শোচনীয়ভাবে ভেঙে পড়তে থাকে। পরাক্রান্ত রাজাদের শাসনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বনিয়াদ সম্পূর্ণ ধসে পড়ে। বুর্জোয়াশ্রেণির উত্থান ও সামন্ততন্ত্রের পতন একই সঙ্গে হয়েছিল। রাজশক্তির অভ্যুত্থানের ফলে গির্জার ক্ষমতাও পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়। অতীতের দাপট হারিয়ে গির্জা রাজশক্তির অত্যন্ত অনুগত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। একচ্ছত্র রাজতন্ত্র কর্তৃক মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলুপ্তিতে কেউ কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করেনি। বরং, সবাই জাতীয় রাজতন্ত্রের জন্য গৌরব বোধ করতে শুরু করল। ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ম্যাকিয়াভেলি এইসব সুদূরপ্রসারী ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। তিনি বুর্জোয়াশ্রেণির সামাজিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিজের দেশে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বিশৃঙ্খল ও অসংহত ইটালির পক্ষে বাঁচার একমাত্র পথ হল একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলা। স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী রাজতন্ত্রই ছিল তাঁর কাছে কাম্য। সমকালীন বুর্জোয়াশ্রেণির প্রয়োজনে রাজার হাতে সামরিক ও ন্যায়বিচারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া সবদিক থেকে সুবিধাজনক বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিলুপ্তি

নবজাগরণ (Renaissance)

ম্যাকিয়াভেলি কেবল তাঁর সমকালীন ঘটনাবলির প্রতিনিধি ছিলেন না, তাঁকে ইউরোপীয় নবজাগরণের এক সার্থক সন্তান বলেও অভিহিত করা হয়। তাঁর সময়ে ফ্লোরেন্স ছিল নবজাগরণের পূর্ণ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। ইউরোপীয় নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল তাঁরই স্বদেশভূমি ইটালিতে। তাঁর সময় পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে ইটালির জনজীবন আলোড়িত হয়েছিল নবজাগরণের আন্দোলনে। সেই সময়ে প্রাচীন জগতের প্রতি আকর্ষণ ইউরোপীয় মহাদেশে এক তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল, যা ইতিহাসে 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এরই

নবজাগরণ কী?

পরিণতি হল মধ্যযুগের পুরোহিত-শাসিত সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের নাগপাশ থেকে মানুষের চিন্তাধারার মুক্তি। পঞ্চদশ শতাব্দী জুড়ে ইটালিতে এবং ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের অন্যত্র মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং সংকীর্ণ ও বদ্ধ ধ্যানধারণা বিদায় দিয়ে মুক্ত, উদার, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও গতিশীল মননশীলতার চর্চা বিস্তার লাভ করতে থাকে। মধ্যযুগে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ঈশ্বর। নবজাগরণের ফলে তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হল মানুষ। মানুষকে নতুন করে আবিষ্কারই হল নবজাগরণের সর্বাপেক্ষা বড়ো অবদান।

নবজাগরণের আন্দোলনে এসে মিশেছিল বহুরকমের স্রোতোধারা। এইসব স্রোতোধারা ইটালির সমগ্র সমাজজীবনকে প্লাবিত করেছিল। নবজাগরণের ফলে মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ও প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। মানুষের যুক্তিবাদিতা, অনুসন্ধিৎসা এবং অজানাকে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফ্লোরেন্স ছিল নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। ফ্লোরেন্সের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শের মধ্যে এর চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে। ম্যাকিয়াভেলি রাজনৈতিক নবজাগরণের প্রতিনিধিত্ব করেন। সার্বিক নবজাগরণের প্রভাব তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। নবজাগরণ যেমন মানুষকে যুক্তিবাদী করেছিল, তেমনি নব্যচেতনার অধিকারী ম্যাকিয়াভেলিও কোনো বিষয়কে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার না করে গ্রহণ করেননি। নবজাগরণের মানবতান্ত্রিক প্রত্যয়ই ছিল তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ভিত্তি।

আলোচনা-পদ্ধতি (Method of Approach)

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার জগতে ম্যাকিয়াভেলির অন্যতম মৌলিক অবদান হল রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর আলোচনা পদ্ধতি। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিল মূলত নবজাগরণের ফলশ্রুতি। ম্যাকিয়াভেলির আলোচনা পদ্ধতির নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি দিকই ছিল। নেতিবাচক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারায় অতীন্দ্রিয়বাদ ও ঈশ্বরবাদের কোনো স্থান ছিল না। আইনজ্ঞ ও শাস্ত্রকারদের ঐতিহ্য তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ম্যাকিয়াভেলির জীবনদর্শনে ঈশ্বর ও ভাগ্যের মতো অধরা ভাবনা-মাধুরীর কোনো স্থান নেই। তিনি অ্যাকুইনাসের মতো মানবিক আইন এবং ঐশ্বরিক আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি কেবল ঐশ্বরিক আইনকেই প্রত্যাখ্যান করেননি, স্বাভাবিক আইনকেও পরিত্যাগ করেছেন। স্বাভাবিক আইনতত্ত্ব অনুযায়ী, এমন কতকগুলি চিরন্তন নীতি থাকে, ধার্মিক ব্যক্তিরা যেগুলিকে অনুসরণ করেন। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলির মতে, মানুষের আচার-আচরণকে স্বাভাবিক আইনের দ্বারা বিচার করা হয় না, বিচার করা হয় তার ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জনের সামর্থ্যের ভিত্তিতে।

নেতিবাচক পদ্ধতি

ইতিবাচক দিক থেকে ম্যাকিয়াভেলি অ্যারিস্টট্‌লের আরোহী পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতি হল বিশেষ থেকে সাধারণে পৌঁছোবার পরিকল্পনা। ম্যাকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার উপাদানগুলিকে বাস্তব তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একান্তই বাস্তববাদী। তাঁর কাছে যা হয় এবং যা হয়ে থাকে, সেগুলি যা হওয়া উচিত তা অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়। তিনি কোনো বিষয়কে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার না করে গ্রহণ করেননি। সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়ার যে-অবরোহী পদ্ধতি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তার পরিবর্তে ম্যাকিয়াভেলি কর্তৃক অনুসৃত আরোহী পদ্ধতি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টট্‌ল ছিলেন অবশ্যই তাঁর পূর্বসূরি।

ইতিবাচক পদ্ধতি

ম্যাকিয়াভেলির এই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় তাঁর অনুসৃত ঐতিহাসিক পদ্ধতির মধ্যে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি বাস্তবকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি এমন কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি, যা অনৈতিহাসিক। তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। *ডিসকোর্সেস* গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, অতীতের

অভিজ্ঞতা ছাড়া বর্তমানের কর্মপন্থার কোনো রূপরেখা গড়ে তোলা যায় না। নবজাগরণের প্রভাবে প্রাচীন বিদ্যাচর্চার প্রতি আগ্রহ থাকায় প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ইতিহাসের সঙ্গে ম্যাকিয়াভেলির পরিচয় ঘটে। কী উপায়ে বহুধা বিভক্ত ইটালির সংহতিসাধন এবং বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়, তা-ই ছিল ম্যাকিয়াভেলির চিন্তা। এগুলির সমাধানকল্পে তিনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলির উৎস ছিল ইতিহাস ও সমকালীন ঘটনাবলি। তাঁর সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিটি সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। অতীতের পর্যালোচনা ও বর্তমান ঘটনাবলির ওপর আলোক সম্পাতের দ্বারা ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করাকে তিনি সহজ বলে মনে করতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, ম্যাকিয়াভেলিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করেন। প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষত প্রাচীন রোমের ইতিহাস, ম্যাকিয়াভেলির সত্যানুসন্ধানের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

ম্যাকিয়াভেলির ইতিহাস-নির্ভরতাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে ঐতিহাসিক পদ্ধতির আদি প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করেন। আবার, অনেকে বলেন যে, ম্যাকিয়াভেলির যথার্থ ইতিহাস-চেতনা ছিল না। **অধ্যাপক ডানিং**-এর মতে, ম্যাকিয়াভেলির পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না। ইতিহাস থেকে তাঁর সংগৃহীত উপাদান ছিল খুবই সীমিত। বস্তুত, তাঁর যাবতীয় চিন্তাভাবনা ইটালির সমসাময়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তাকে উপস্থাপন করেছেন। তাই ডানিং-এর বিচারে ম্যাকিয়াভেলির ঐতিহাসিক পদ্ধতি অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট। **স্যাবাইন** ও **থরসন**-ও ম্যাকিয়াভেলির অনুসৃত ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে অতি সরলীকরণ বলে মনে করেন। **ম্যাকিয়াভেলি** মনে করতেন যে, সর্বকালে, সর্বযুগে একইভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এক যুগের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে আর-এক যুগের প্রেক্ষাপটের মৌলিক পার্থক্য থাকায় ইতিহাস যে একইভাবে ঘটতে পারে না, ম্যাকিয়াভেলি তা উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর পদ্ধতি ছিল মূলত পর্যবেক্ষণমূলক। এ কথা ঠিক যে, ম্যাকিয়াভেলির ইতিহাস-নির্ভরতা ছিল নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তথাকথিত ঐতিহাসিক পদ্ধতির মধ্য দিয়েই ম্যাকিয়াভেলি ইউরোপীয় চিন্তাজগতে এক বৈপ্লবিক আধুনিকতা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমালোচনা

ম্যাকিয়াভেলির তথাকথিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক হলেও তাঁর ইতিহাস অন্বেষণের মধ্যে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় বৈজ্ঞানিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল এই অর্থে যে, তিনিই সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা এবং বিশ্বাসসর্বস্ব রাজনৈতিক চিন্তার পরিবর্তে ইতিহাসের ভিত্তিতে তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্তকেই যথার্থ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ম্যাকিয়াভেলিকে নিঃসন্দেহে ইউরোপের প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলে অভিহিত করা যায়। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাকে বাস্তবের মানদণ্ডে বিচার করে নেওয়ার প্রবণতাই হল বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রাথমিক লক্ষণ। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলির এই বাস্তব চিন্তাই ছিল রাজনীতিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রথম প্রয়াস।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

নবজাগরণের সন্তান হিসেবে ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli as the Child of the Renaissance)

অধ্যাপক **এইচ.জে. ল্যাস্কি** (Prof. H.J. Laski) যথার্থই বলেছেন যে, নবজাগরণের সমগ্র প্রভাব ম্যাকিয়াভেলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নবজাগরণের ধারা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে এই কারণে প্রভাবিত করতে পেরেছিল যে, ইউরোপীয় নবজাগরণ ছিল প্রকৃতপক্ষে ইটালীয় নবজাগরণ। সমগ্র পঞ্চদশ শতক জুড়ে ইউরোপীয় চিন্তাজগতে যে-বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়, তার সূত্রপাত ঘটে তাঁরই স্বদেশভূমি ইটালিতে। তাঁর সময় পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে নবজাগরণের আন্দোলনে ইটালির জনজীবন আলোড়িত হয়। ম্যাকিয়াভেলির জন্মলগ্নে নবজাগরণের সূতিকাগৃহ ইটালির ফ্লোরেন্স নগরী ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পূর্ণ দীপ্তিতে আলোকিত। এরই প্রভাবে মধ্যযুগের

নবজাগরণের প্রতিনিধি

পুরোহিত-শাসিত সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিগুলি তখন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। হাজার বছরের ধর্মীয় সংস্কারের নিগড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইটালিই সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে নতুন করে জানতে চাইল। ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং বণিকশ্রেণির উদ্ভবের ফলে আবির্ভাব ঘটে এক ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার। ইউরোপীয় চিন্তার জগতে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা পরিত্যক্ত হয়ে দেখা দেয় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে ছিল ইউরোপীয় সমাজজীবনের এক ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনেরই অমোঘ পরিণতি। ইটালি তথা ইউরোপের এই পরিবর্তমান অবস্থাকে ম্যাকিয়াভেলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাকে গ্রহণ করেছিলেন আগামী দিনের দিশারি হিসেবে। তাই তাঁকে নবজাগরণের সন্তান বলা হয় শুধু কালানুক্রমের দিক থেকেই নয়, প্রধানত এর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই।

নবজাগরণ ছিল মূলত মানুষের আত্মজাগরণের একটি আন্দোলন।[3] মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ঈশ্বর। এবার তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হল মানুষ নিজে। মানবতন্ত্রে বিশ্বাসই ছিল নবজাগরণের মৌল প্রেরণা। যে-মানুষ এতদিন ঈশ্বরের সেবক ছিল, সে নিজেই এখন নিজের আরাধ্য। নিজেই সে তার ভাগ্যনিয়ন্তা। নবজাগরণের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল এমন এক মানুষের জয়গান করা, যে তার কর্মে সাফল্যের জন্য ঈশ্বর অথবা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে না এবং যে তার ভাগ্যকে জয় করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। ভাগ্যকে জয় করার এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে তার ক্ষমতা, যশ ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ও প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। নবজাগরণের সময়ে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণি নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে তাদের আদর্শ হিসেবে এই ধরনের আত্মবিশ্বাসী ও কর্মবীর মানুষকেই গ্রহণ করেছিল।

মানবতান্ত্রিক প্রত্যয়

সুতরাং, নবজাগরণ যে-মানুষের জয়গান করেছিল, সেই মানুষ ছিল প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া মানুষ। ম্যাকিয়াভেলি রাজনৈতিক জাগরণের উন্মেষ ঘটান। তাঁর রাজনৈতিক মানুষ ছিল এই বুর্জোয়া মানুষেরই প্রতিচ্ছবি। নতুন চেতনাপ্রাপ্ত ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক মানুষ ছিল ধর্ম ও নৈতিকতার নিগড় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে নিজের শক্তিতে আস্থাশীল এবং নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাফল্যলাভই ছিল তার মূল লক্ষ্য, তা যে-কোনো উপায়েই অর্জিত হোক না কেন। এর জন্য প্রয়োজন হলে সে পাশবিক শক্তি ও কৌশল প্রয়োগেও দ্বিধা করে না। ম্যাকিয়াভেলি মধ্যযুগের ঈশ্বরানুরাগের ভাবতন্ময়তাকে কখনও গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে যে-জীবন মানুষকে যশ, সম্মান ও মর্যাদা এনে দেয়, তা-ই হল শ্রেষ্ঠ। নবজাগরণের এই মানবতান্ত্রিক প্রত্যয়ই হল ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ভিত্তি।

প্রাক্-নবজাগরণ যুগে মধ্যযুগীয় ইউরোপে দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে মূলধারা ছিল স্কলাস্টিকবাদ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। এটি করা হত ধর্মতত্ত্বের স্বার্থেই। নবজাগরণ যুগের দার্শনিকবৃন্দ মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্ব ও স্কলাস্টিকবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে, এই ধারা মধ্যযুগীয় সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণ ও বদ্ধচিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দর্শনের যুক্তি নিজের সৃষ্ট বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেত এবং তা ছিল বাস্তববর্জিত। নবজাগরণের পণ্ডিতরা তাই বলতেন যে, জ্ঞান আহরণের শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রকৃতির কাছে পাঠ নেওয়া। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জ্ঞান আহরণের জন্য আরোহী পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্সিস বেকনও আরোহী পদ্ধতির ওপর জোর দেন। এইভাবে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌লের আরোহী পদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আহরিত অভিজ্ঞতাকেই সব জ্ঞানের উৎস বলে গ্রহণ করা হয়। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম হয় অভিজ্ঞতাবাদের। নবজাগরণের যে-বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল, তা-ই ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তার উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হয়। নবজাগরণ যেমন মানুষকে যুক্তিবাদী করেছিল, তেমনি ম্যাকিয়াভেলিও কোনো বিষয়কে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার না করে গ্রহণ করেননি। তাঁর যাবতীয় চিন্তার ভিত্তি ছিল অভিজ্ঞতা ও যুক্তি। সমাজের মানুষকে তিনি যেমন দেখেছেন, তারই ভিত্তিতে তিনি আলোচনা করেছেন। কী হওয়া উচিত, তা ম্যাকিয়াভেলির চিন্তায় বিশেষ স্থান লাভ করেনি। তাঁর কাছে কী হয় বা হয়ে থাকে, সেটিই ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়। প্রতিটি সিদ্ধান্তকে প্রমাণসাপেক্ষ ও তথ্যনির্ভর হতে হবে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, সিদ্ধান্ত যদি বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার কোনো তাত্ত্বিক মূল্য নেই। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে,

দৃষ্টিভঙ্গি

ম্যাকিয়াভেলিই ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে প্রথম বাস্তববাদী চিন্তাবিদ। তাঁর এই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল রাজনীতিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রথম প্রয়াস।

নবজাগরণকে রাজনৈতিক অর্থে পূর্ণতায় নিয়ে যায় ম্যাকিয়াভেলির *দ্য প্রিন্স*। নবজাগরণের প্রভাবে ম্যাকিয়াভেলি জাগতিক মূল্যের ঊর্ধ্বে কোনো আধ্যাত্মিক মূল্যকে স্বীকার করেননি। সাফল্যের ধারণা নবজাগরণের চেতনার আলোকে এক নতুন বার্তা নিয়ে এল। নব্য চেতনালব্ধ ম্যাকিয়াভেলির কাছে সাফল্যই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ, তা যে-কোনো উপায়েই অর্জিত হোক না কেন। তাঁর মতে, ক্ষমতা, যশ ও সম্মান জীবনে স্থায়ী হলেই মানুষ অমরত্ব লাভ করে। নবজাগরণ যুগের বুর্জোয়া সামাজিক বিকাশের চাহিদাকে পূরণ করার জন্যই তিনি পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিকে চরম অর্থে গ্রহণ করেছেন। ওই যুগে ভৌগোলিক ও জাতিগত ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং জার্মানিতে আবির্ভূত হয় শক্তিশালী রাজতন্ত্র। এই শক্তিকে কেন্দ্র করেই জাতীয় ঐক্যের উন্মেষ ঘটে। ম্যাকিয়াভেলির মনে হয়েছিল যে, শাসকের ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার জন্যই ইউরোপীয় দেশগুলি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। ইটালির ঐক্যের জন্যও তিনি এই ধরনের শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ম্যাকিয়াভেলি তাই অবিমিশ্র রাজনৈতিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

ক্ষমতা তত্ত্ব

এরূপ ক্ষমতা সম্পর্কিত সমস্যাবলিই তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের উপজীব্য বিষয়। তিনি মনে করতেন যে, অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র উপায় হল ক্ষমতা। ক্ষমতা নিজেই হল উৎকর্ষের পরিচালক। কারণ, ক্ষমতা তার ধারককে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার সুযোগ এনে দেয়। কী উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে, সে বিষয়ে ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন উদাসীন। কিন্তু কী উপায়ে ক্ষমতা দখল করা যায় এবং কীভাবে তাকে কায়েম রাখতে হয়, তাকে কেন্দ্র করেই ম্যাকিয়াভেলির বিশ্লেষণ। সুতরাং রাজনীতি ও নীতির যে-ভিন্নতা নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা সুস্পষ্টভাবে ম্যাকিয়াভেলির ক্ষমতা তত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতাই হল শ্রেষ্ঠ ও অন্তিম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপূরণে যিনি সফল, তিনিই যোগ্য রাষ্ট্রাধিনায়ক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ইউরোপীয় নবজাগরণ আন্দোলন সমকালীন বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থের অনুকূলে যে-ধর্মনিরপেক্ষ পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিল, ম্যাকিয়াভেলির রচনায় তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ইউরোপে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তায় দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মীয় আলোকে রাজনীতি আলোচনার যে-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, নবজাগরণের প্রভাবে ম্যাকিয়াভেলি তাকে সমূলে উৎপাটিত করেন। **ব্রনস্কি** (Bronowski) ও **ম্যাজলিশ** (Mazlish) বলেন যে, পাশ্চাত্যে ম্যাকিয়াভেলিই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তা শুরু করেছিলেন। মধ্যযুগের কোনো চিন্তাবিদ ধর্ম বা নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেননি। রাজনীতির ধর্মনিরপেক্ষীকরণ মার্সিলিওর হাতে অর্ধসমাপ্ত হয়েছিল মাত্র। ম্যাকিয়াভেলি এসে ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতির মধ্যে বিচ্ছেদ পাকাপাকি করে ফেলেন। কুসংস্কার ও বাধানিষেধ অতিক্রম করে যে-নবজাগরণের আন্দোলন নতুন চেতনা ও চাঞ্চল্য জাগানোর চেষ্টা করেছিল, ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তাই ম্যাকিয়াভেলি নীতি ও ধর্মের সুদৃঢ় নিগড় থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মানবতান্ত্রিক প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ম্যাকিয়াভেলি ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করেননি। পুরোহিততন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে বুর্জোয়া সমাজের আত্মবিকাশ সম্ভব ছিল না। নবজাগরণের মনীষায় উদ্‌বুদ্ধ ম্যাকিয়াভেলি তাই ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে তোলেন। নবজাগরণের প্রভাবে ম্যাকিয়াভেলি ধর্মনির্ভর চিন্তা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাজনীতিকে ধর্ম ও নৈতিকতার অনুবর্তী না করে তা থেকে মুক্ত করেন। ম্যাকিয়াভেলি অবশ্য ধর্মবিরোধী ছিলেন না। তিনি যে-ধর্মের প্রচার করেছেন, তা হল মানবধর্ম। *দ্য ডিসকোর্সেস*-এ তিনি ধর্মকে একটি সামাজিক শক্তি হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। তিনি যে-কথা বলতে চেয়েছেন, তা হল—রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অতিমানবীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি নৈতিকতার বিরোধী ছিলেন না। তবে তিনি বলেছেন যে, রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি ও সংরক্ষণে যেন ব্যক্তিগত নীতিবোধ কোনো বাধা সৃষ্টি না করে। ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নবজাগরণকে রাজনৈতিক দিক থেকে পূর্ণতায় নিয়ে যেতেই সাহায্য করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচিন্তা

ম্যাকিয়াভেলির লেখাতে আমরা যে-জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রকাশ দেখি, তা নবজাগরণ-প্রসূত মূল্যবোধেরই ফলশ্রুতি। প্রাক্-নবজাগরণ যুগে জাতীয় ঐক্যের কোনো ধারণা ছিল না। সামন্তপ্রভুদের মধ্যে সব সময় কলহ লেগেই থাকত। নবজাগরণের আলোকে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। ধর্মীয় জীবনের অনাচার এবং গির্জার আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ স্বাধীন ভাবধারায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। এর ফলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটল। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মানুষ প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন চাইল। নবজাগরণের আলোকে ইটালি তখন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। ইটালির মানুষ মনীষা ও সৃজনী প্রতিভাতে ইউরোপের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রাগ্রসর, অন্ধ কর্তৃত্ব থেকে অনেক বেশি মুক্ত এবং আর্থিক সম্পদে অনেক বেশি সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক জীবনে চরম দুর্নীতি ও অবক্ষয় দেখে ম্যাকিয়াভেলি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ইটালির এই রাজনৈতিক অবক্ষয়ের জন্য তিনি পোপতন্ত্রকেই দায়ী করেন। স্বদেশের রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করার পর কীভাবে তাকে এক শক্তিশালী স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়, সেদিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতীয়তার ভিত্তিতে চরম রাজতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে যখন জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে শুরু করে, তখন ইটালিতে জাতীয় ঐক্যের অভাবে রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইটালিতে তখন কোনো অখণ্ড কেন্দ্রীভূত শাসনের অস্তিত্ব ছিল না, দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তাই ইটালির সংহতিই ছিল ম্যাকিয়াভেলির আদর্শ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইটালিকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে এবং তার সমাজজীবনকে সবল, সুদৃঢ় ও গৌরবময় করে তুলতে গেলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীনে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্রের প্রয়োজন। বোঁদার লেখায় যেভাবে জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে, সেরূপ স্পষ্টভাবে ওই ধারণা ম্যাকিয়াভেলির লেখায় হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি কোনো সুসংহত ও সুগঠিত শাসনব্যবস্থার অধীনে ইটালির জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলির এই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা নবজাগরণ যুগের চেতনারই অভিব্যক্তি।

জাতীয়তাবাদী চিন্তা

অমল কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে, "নবজাগরণ যে-মানুষের মহিমাকীর্তন করেছিল তা প্রকৃতপক্ষে ছিল বুর্জোয়া মানুষ।" ইউরোপীয় নবজাগরণ ছিল সদ্য গড়ে-ওঠা বুর্জোয়া সমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিভাস। এর লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া মানুষ তথা বুর্জোয়া কর্মধারার মহিমাকীর্তন। কারণ, নবজাগরণ ছিল প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াশ্রেণির প্রভাবপুষ্ট একটি আন্দোলন। বুর্জোয়াদের শ্রেণিস্বার্থ পূরণের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এক নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির, যার লক্ষ্য ছিল আত্মবিশ্বাসী, দুঃসাহসী ও কর্মবীর মানুষ গড়ে তোলা। সেই প্রয়োজনই মিটিয়েছিল ইউরোপীয় নবজাগরণ। নবজাগরণের আলোকে ম্যাকিয়াভেলি যে-রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনা করেছেন, তা এই শ্রেণির স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল এক তাত্ত্বিক নীতি বলেই প্রতীয়মান হয়। বস্তুত, বুর্জোয়াশ্রেণির উদ্ভব ছিল নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বার্থে যে-ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই ধরনের ব্যবস্থাই চিত্রিত হয়েছে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে। বুর্জোয়াশ্রেণির প্রয়োজন ছিল প্রবল কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দ্বারা পরিচালিত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থার। **স্যাবাইন ও থরসন** বলেছেন, "সবদিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণি দেখেছিল যে, রাজার হাতেই সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া সুবিধাজনক"। সমকালীন বণিকশ্রেণির শর্তহীন আনুগত্যের ফলে রাজা বেপরোয়াভাবে ক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবজাগরণের প্রভাবে ম্যাকিয়াভেলি যে-শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, তা কার্যত উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণির বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। বুর্জোয়া স্বার্থকে সংরক্ষণ করার জন্য যে-সর্বশক্তিমান রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, ম্যাকিয়াভেলি তা উপলব্ধি করেছিলেন।

বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থরক্ষা

অবশ্য এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, ম্যাকিয়াভেলি অত্যন্ত সচেতনভাবে সমকালীন বুর্জোয়াশ্রেণির কথা মনে রেখে তাঁর তত্ত্ব রচনা করেছেন। কারণ, এ বিষয়ে কোনোও সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা যাবে না।

তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে কোথাও সরাসরিভাবে বুর্জোয়াশ্রেণি ও তার স্বার্থের উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তা বিশ্লেষণ করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণির দার্শনিক। কারণ, পার্থিব স্বার্থ ও ক্ষমতাকেই তিনি আলোচনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছিলেন। ইউরোপের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তাধারা নিছক দার্শনিক তত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদের জন্য অপরিপুষ্ট ছিল। ইউরোপীয় নবজাগরণের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে ম্যাকিয়াভেলি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এই তত্ত্বকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেন। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

মূল্যায়ন

রাজনীতির ধর্মনিরপেক্ষীকরণ (Secularisation of Politics)

নবজাগরণের মানসিক বাতাবরণ ম্যাকিয়াভেলির চিন্তার অনুকূলে থাকায় তিনি যুগের চাহিদাকে স্বীকার করে নেন। মানবতান্ত্রিক প্রত্যয়ের প্রভাবে তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বরের কোনো স্থান ছিল না। জাগতিক মূল্যের ঊর্ধ্বে তিনি কোনো আধ্যাত্মিক মূল্যকে স্বীকার করেননি। মধ্যযুগের ইউরোপে সুদীর্ঘকাল ধরে ধর্ম রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত হয়েছিল। ওই সময় কোনো চিন্তাবিদ ধর্ম বা নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেননি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাকৃতিক আইন ও ঐশ্বরিক আইন রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। ধর্ম